ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রথম বারের মত আয়োজিত "আন্তঃওয়ার্ড ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-১৪২৭" উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এর বক্তব্য

২১ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রথমবারের মত আয়োজিত "আন্তঃওয়ার্ড ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-১৪২৭" উপলক্ষ্যে আজকের এই সাংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত বাংলাদেশ ফুটবল ফেড়ারেশনের সম্মানিত সভাপতি জনাব কাজী সালাউদ্দীন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোকাদ্দেস হোসেন জাহিদ, মধুমতি ব্যাংক লিমিটেডের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শফিউল আজম, অরিয়ন গ্রুপের ... ...
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দসহ উপস্থিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, প্রিয় নগরবাসী এবং যাঁদেরকে কেন্দ্র করে আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে – প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমের প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, আমি সবাইকে আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত জানাই।
আসসালামু আলাইকুম।

আমাদের আহবানে সাড়া দিয়ে নগর ভবনের মেয়র হানিফ মিলনায়তনে আয়োজিত আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ায় আমি আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
আজকের সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, মহান জাতির মহান নায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ ১৫ অগাস্ট কালরাত্রিতে শাহাদাত বরণকারী বীর শহীদদেরকে, জাতীর পিতার নেতৃত্বে ও চেতনায় অবিচল-অটল থেকে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা জাতীয় চার নেতাকে। পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি ৩০ লক্ষ বীর শহীদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি জাতির সেসব বীর সন্তানদের, যাঁদের রক্তে আমরা পেয়েছি মায়ের ভাষায় কথা বলার বর্ণমালা। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি শহীদের রক্তস্নাত লাল-সবুজের এই পবিত্র ভূমিতে যাঁরা এদেশের গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শাহাদাতবরণ করেছেন, জাতির সেসব শ্রেষ্ঠ সন্তানদের।

প্রিয় গণমাধ্যম কর্মীবৃন্দ,
স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালির মুক্তির মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সুদক্ষ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর লাল-সবুজের এই বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। টুঙ্গিপাড়ার খোকা থেকে বাংলাদেশের জাতির পিতা হয়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা ও একজন সফল রাজনীতিবিদ হিসেবে বিশ্বময় সমাদৃত। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যে

একজন সফল খেলোয়াড় ছিলেন এবং খেলাধুলার প্রতি তাঁর যে গভীর অনুরক্তি ছিল, পুরোমাত্রায় সকলের কাছে তা যথোপযুক্তভাবে সুবিদিত নয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চল্লিশের দশকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা ওয়ান্ডার্স ক্লাবের হয়ে ১৯৪১ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত মাতিয়েছিলেন ফুটবল মাঠ, খেলছেন স্ট্রাইকার পজিশনে। পালন করেছেন অধিনায়কের গুরু দায়িত্বও। তাঁর নেতৃত্ব গুণেই বগুড়ায় অনুষ্ঠিত তৎকালীন একটি গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের শিরোপা জয় করেছিল ওয়ান্ডার্স ক্লাব।

উপস্থিত সুধীমণ্ডলী,
বঙ্গবন্ধু নিজে যেমন খেলাধুলা পছন্দ করতেন, তেমনি সবাইকে খেলাধুলার প্রতি উৎসাহ যোগাতেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, খেলাধুলা শুধু চিত্ত-বিনোদনের মাধ্যমই নয়, বরং, তা নেতৃত্ব-শৃঙ্খলা-ধৈর্য-একতা-নৈতিকতা সমুন্নত রাখারও অন্যতম উপায়। শুধু তাই নয়, শিশু-কিশোরসহ সব বয়সী মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করার অদ্বিতীয় হাতিয়ারও খেলাধুলা। নিয়মিত খেলাধুলা তরুণ ও যুব সম্প্রদায়কে নানা ধরনের ক্ষতিকর মাদকের হাতছানি হতে দূরে রাখে, জঙ্গীবাদী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে শেখায়।

গণমাধ্যমের প্রিয় কর্মীগণ,
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু এ মাটির শ্রেষ্ঠ সন্তানই নয়, তিনি বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত এবং স্বাধীনতাকামী মানুষের আলোকবর্তিকা। তাই, জাতির পিতার জন্ম শতবর্ষে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে তাঁর খেলোয়াড়ী সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৭৫টি ওয়ার্ডকে সম্পৃক্ত করে প্রথমবারের মত "আন্তঃওয়ার্ড ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-১৪২৭" আয়োজন করতে যাচ্ছি। বাংলাদেশের এক সময়কার অন্যতম জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী খেলা – ফুটবল এবং বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা – ক্রিকেট নিয়েই আমরা প্রথমবার ক্রীড়া উৎসব আয়োজন করতে যাচ্ছি। প্রতিটি ওয়ার্ডের পৃথক পৃথক দুটি দলের ফুটবল ও ক্রিকেট ম্যাচগুলোতে অংশ গ্রহণ করবে।

প্রিয় উপস্থিতি,

খেলাধুলার প্রতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আগ্রহ ও পৃষ্টপোষণার দ্যুতি ছড়িয়ে আছে তাঁর পরিবারের সদস্যদের মাঝেও। শহীদ শেখ কামাল আবাহনী গঠন করেছিলেন এবং এদেশে খেলাধুলার উন্নয়নে আজীবন তিনি নিজেও খেলাধুলায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, যুব সমাজকে বহু মাত্রায় খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করেছিলেন। তিনি ধানমন্ডি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আজীবন এই ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আপনারা দেখেছেন, জাতির পিতার আলোর মশাল বয়ে চলা, তাঁরই সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এদেশের ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নে সর্বদা অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

প্রথমবারের মত আয়োজিত এই ক্রীড়া উৎসবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৭৫টি ওয়ার্ড হতে ৬৩টি দল ফুটবল খেলায় এবং ৬৪টি দল ক্রিকেট খেলায় অংশগ্রহণ করবে। আয়োজনে উত্তেজনার পারদ চড়িয়ে রাখেতে পুরো প্রতিযোগিতাটি 'নক আউট' পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রথম "আন্তঃওয়ার্ড ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-১৪২৭" আগামী ২৬ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি. তারিখে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং ২৯ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৫ মার্চ ২০২১ খ্রি. তারিখে সমাপনী অনুষ্ঠিত হবে। ফুটবলের উদ্বোধনী ও সমাপনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে এবং ক্রিকেটের উদ্বোধনী ও সমাপনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আউটার স্টেডিয়ামে। মোট তেরটি (১৩টি) মাঠে ফুটবল ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সকল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতায় প্রণোদনা প্রদানের উদ্দেশ্যে ফুটবল এবং ক্রিকেট, উভয় খেলায় বিজয়ী ও বিজিত (রানার-আপ) দলের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার রাখা হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে আঙ্গুল ধরে প্রথম হাঁটতে শিখেছেন, যে হৃদয়ের ভালোবাসা ও ত্যাগের মন্ত্রণায় দীক্ষা লাভ করেছেন, পিতার সেই ধ্যান-জ্ঞানকে ধারণ করে দেশবাসীর কল্যাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজো নিরন্তর হেঁটে চলেছেন, দেশবাসীকে জড়িয়ে রাখছেন ভালোবাসার চাদরে। পিতার বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরে, নেতার দেখিয়ে দেওয়া পথের পথিক সেজে তিনি হেঁটে হেঁটে পার করেছেন জীবনের তিয়াত্তর বছর। এই তিয়াত্তর বছরের সবটুকু ন্যস্ত করেছেন দেশ মাতৃকার উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনায়। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ঘোষণা করেছেন রূপকল্প-২০৪১। তাই, ২০৪১ সালের মধ্যে যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি আমাদের দেখিয়ে চলেছেন, সেই স্বপ্নের লালন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা ঢাকা মহানগরীকে উন্নত বাংলাদেশের একটি উন্নত রাজধানী হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে চলেছি। আর, সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে অন্যতম উপাদান শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে ভরপুর উদ্যমী তারুণ্য এবং স্ফুরিত তারুণ্যের বিকাশ ও উন্নয়নে খেলাধুলার বিকল্প নেই।

সংবাদমাধ্যমের বন্ধুগণ,
আমরা বিশ্বাস করি, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের এই উদ্যোগের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া ফুটবল ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণে নিয়ামকের ভূমিকায় উদ্ভাসিত হবে, দীপ্তি বাড়াবে বাংলাদেশের ক্রিকেট অঙ্গনের। তরুণ সমাজকে শুধু ডিজিটাল ডিভাইসে আবদ্ধ না রেখে তাদের মাঝে খেলাধুলার প্রতি ভালোবাসার বীজ বুনে দেওয়া এবং আগামী দিনে প্রিয় মাতৃভূমির নেতৃত্ব দেওয়ার সমূহ যোগ্যতার বিকাশ লাভের অভিপ্রায়ে আমি আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। আমি বিশ্বাস করি, বরাবরের মতই আপনাদের সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতা একটি সফল আয়োজন সম্পন্ন করতে অনন্য ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নিরলস পরিশ্রম এবং কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য এবং আমাদের এই আয়োজনে আর্থিক আনুকূল্য প্রদানের জন্য মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড ও অরিয়ন গ্রুপকে ধন্যবাদ জানাই।

উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

এক নজরে আন্তঃওয়ার্ড ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-১৪২৭' এর সংক্ষিপ্তসার

- বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি. তারিখে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং ১৫ মার্চ ২০২১ খ্রি. তারিখে সমাপনী অনুষ্ঠিত হবে।

- বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি. তারিখে ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচ এবং ১৫ মার্চ ২০২১ খ্রি. তারিখে সমাপনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

- আউটার স্টেডিয়ামে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি. তারিখে ক্রিকেটের উদ্বোধনী ম্যাচ এবং ১৫ মার্চ ২০২১ খ্রি. তারিখে সমাপনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

- ক্রিকেট এবং ফুটবল, উভয় ক্ষেত্রেই চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য ৫ লাখ টাকা করে এবং রানার-আপ দলকে ৩ লাখ টাকা করে অর্থ পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হবে। ফুটবলে "ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট" হিসেবে এবং ক্রিকেটে "ম্যান অব দ্য সিরিজ" হিসেবে পুরষ্কৃত সেরা খেলোয়াড়বৃন্দকে ২০ হাজার টাকা করে আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হবে।

- যেসব মাঠে খেলা অনুষ্ঠিত হবেঃ

  আউটার স্টেডিয়াম, ধুপখোলা মাঠ (ইস্টার্ণ ক্লাব), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেশিয়াম মাঠ, বাসাবো আলাউদ্দিন মাঠ, বাসাবো বালুর মাঠ, করিম জুট মিল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ক্রিকেট ম্যাচগুলো।

  ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব মাঠ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেশিয়াম মাঠ, বাসাবো আলাউদ্দিন মাঠ, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুল মাঠ, কলাবাগান ক্রীড়াচক্র মাঠ, মাতুয়াইল মাঠ, ফজলে রাব্বী হল মাঠ এবং মতিঝিল গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ফুটবল ম্যাচসমূহ।

- স্পন্সর

  প্লাটিনাম স্পন্সর - মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড
  গোল্ড স্পন্সর – অরিয়ন গ্রুপ